IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# SANGBADIK NAZRUL BIDROHI SAMPADAK NAZRUL

**Dr. Kamal Acharyya**
Assistant Professor
Department of Bengali
MMD College Sabroom,
South Tripura, Sabroom,

The rebel poet of India under Nazrul's rule, his revolt was against the tyrannical British rulers against any discrimination and unfair oppression as well as against all kinds of domestic superstitions and the machinations of incompetent leadership masked with religious hypocrisy. This humane poet is determined in his human conscience that the Englishman will not give back his independence to the demand of Swaraj rights without any persuasion. This freedom must be brought about by revolution and rebellion, by the awakening of caste-free communal unity throughout India. Therefore, Nazrul's rebellious spirit was not satisfied by being limited to the beautiful words of poetry, he had to become a journalist and editor of a newspaper to become a rebel by direct pen rebellion. His rebellion started from 'New Yuga' directly in 'Dhumketu', erupted in revolutionary awakening 'Langle' (Gonbani) protesting the rights of the poor laborers - from Bengal to the whole of India, he inspired everyone to unite for the freedom of Swaraj. His fearless drive as a journalist and editor gave the nation a direction of strength. And here Nazrul Sarthak as a poet as well as a journalist editor of various newspapers.

Key-words:- Nabajug, Dhumketu, Langal, Ganamukti, Biplab-Bidroha, Swaraj- Swadhinata, Atmamukti, Biswamanatabodh.

## সাংবাদিক নজরুল বিদ্রোহী সম্পাদক নজরুল

কাজী নজরুল ইসলাম কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। কবি-সাহিত্যিক হবার ঐকান্তিক ইচ্ছাতেই তিনি কবি-সাহিত্যিক বা প্রাবন্ধিক হননি, - হয়েছেন যুগ যন্ত্রণার মানুষ হয়ে 'মানুষের নালিশ জানাতে'। আর এই মানুষের নালিশ জানানোর মানবিক তাড়নেই নজরুলকে সাংবাদিক হতে হযেছিল, পত্রিকার সম্পাদক হতে হয়েছিল।

দিক্‌বিদিক থেকে বিভিন্ন সংবাদ নির্ভুলভাবে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে সংবাদপত্রে পৌঁছে দেবার প্রাথমিক কাজ সাংবাদিকের। সাংবাদিক বিভিন্ন খবরের প্রতিবেদন লিখতে লিখতেই লেখার স্বাদ গ্রহণ করেন, লেখায় অনুপ্রাণিত হন এবং পরিশীলিত শিল্পসম্মত লেখায় তিনি সাহস দেখান এবং একসময় সত্যি সত্যিই প্রতিভাপূর্ণ লেখায় রপ্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সাহচর্যেই সাহিত্যিক হয়ে উঠেন। যেমন ক্রীড়া সাংবাদিক মতি নন্দী এমনই একজন সাহিত্যিক। তাহলে দেখা যায়, সাংবাদিক থেকে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পেছনে কাজ করে দুটো প্রেরণা বা উদ্দীপক। প্রথমত, সাংবাদিকতার আদর্শানুগ সংবাদ পরিবেশনা এবং দ্বিতীয়ত, দেশ-কাল-পরিস্থিতির আনুকূল্যে 'যুগমর্জির' প্রাধান্যে প্রতিবেদক থেকে লেখক হয়ে উঠার আত্মিক প্রেরণা।

নজরুল 'যুগের হুজুগেই' মানুষের অন্তরের অব্যক্ত সত্যিকারের নালিশ 'বৃহৎ জনের' কাছে পৌঁছে দিতে লেখনি ধরেন। প্রথমে ১০-১১ বছর বয়সে লেটো নাচের দলের গান বাধলেন। ১৯ বছরে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনের সৈনিক হয়ে বিশ্ব যুদ্ধ করতে গিয়ে হাবিলদার নজরুল হলেন। সৈনিক জীবনের কয়েকটি বাস্তব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ফন্দি আর অন্যায় অবিচারের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিংশ শতকের দেশ কালের সমগ্র পরাধীন জাতির উপর ব্রিটিশ আর স্বদেশী প্রতারক অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে কলম বিদ্রোহে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন নজরুল। দেশ কালের এহেন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই নজরুলকে সাংবাদিকতা থেকে সম্পাদক হয়ে বিদ্রোহী কবি সাহিত্যিক হয়ে উঠতে হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য বিদ্রোহী সাংবাদিক নজরুল, সাহিত্যিক নজরুল নয়, যদিও নজরুলের সিদ্ধি কিন্তু সাংবাদিকতায় নয়, কবিত্বে, সাহিত্যে। তাই কবি ও সাহিত্যিক নজরুলে অনধিকার প্রবেশ, পাঠক, যুগ ও যুগমর্জির জন্যই আসবে, আবার অনিচ্ছাতেও আসবে।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা এ. কে ফজলুল হক কলকাতা ৬ নং টার্নার স্ট্রীট থেকে সাংগঠনিক 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফজলুল হক সাহেব মোজাফফ্র আহ্মেদ ও কাজী নজরুল ইসলামকে এই 'নবযুগ' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক রূপে নিয়োগ করেন। এই 'নবযুগ' থেকে নজরুলের সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার সূচনা। সময়টা বিংশ শতাব্দী, পরাধীনতার বিরুদ্ধে নিপীড়িত ভারতবাসীর অব্যক্ত বেদনা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইলেও যোগ্য বিদ্রোহীর যথার্থ বিদ্রোহী প্রেষণার অভাবে সেই বিদ্রোহ আগ্নেয় লাভার মতোই অন্তরের গহণ কোনে নীরবে নিভৃতে ফুঁসে ওঠার কাল। নজরুলই সেই সার্থক বিদ্রোহী সাংবাদিক আর সম্পাদক, যিনি জাতির সঠিক আত্মিক পরিচয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং যুগ যন্ত্রণার সেই সুপ্ত লাভাস্তরকে তাঁর যোগ্য সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার বিদ্রোহী প্রেষণায়- আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণ ঘটাতে পেরেছিলেন।

## 'নবযুগ' এ নজরুল

মুজাফ্ফর সাহেবকে গুরু মেনে প্রথম প্রকাশিত 'নবযুগ' সান্ধ্য দৈনিকটির যুগ্ম সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন নজরুল । বলাই বাহুল্য উত্তেজক রাজনীতি ঘেঁষা লেখাও নজরুলকে লিখতে হত। কিন্তু রাজনৈতিক ঘেঁষা লেখার যে সতর্ক বুদ্ধি বিবেচনার অবকাশ ছিল তা এই একুশ বছরি নজরুলের তপ্ত শোনিতের বিদ্রোহী প্রতিবাদে বাঁধ মানলো না। তাই নবযুগকে অচিরেই ইংরেজদের বিষ নজরে পড়তে হয়েছিল। প্রমাণ- নবযুগে প্রকাশিত নজরুলের লেখা "মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?" ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কে হিজরৎ (স্বেচ্ছায় নির্বাসন) আন্দোলন হয় সে আন্দোলনকারীদের ওপর ব্রিটিশ গভর্মেন্ট ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে গুলি বর্ষণ করিয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন মুহাজিরিন (বহু নির্বাসিত) মারা গিয়েছিল যারা ব্রিটিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ভারত ছেড়ে আফগানিস্তান চলে যেতে চেয়েছিল । এই হত্যার বিরুদ্ধে নজরুলের অগ্নিগর্ভ লেখনি গর্জে ওঠে।

"চল্লিশটি নিরস্ত্র লোককে, তাহারা যদি সত্যিই অন্যায় করিয়া থাকে, সহজেই তো গেরেফ্তার করিয়া লইতে পারিতে। তাহা না করিয়া তোমরা চালাইয়া ছিলে গুলি। আর কাহাদের উপর, যাহারা স্বদেশের, স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইবো না। আঘাত খাইয়া খাইয়া অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে আর আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? ..... পরের বেদনাকে আপন করে নেওয়া,- ইহা কি তোমাদের আছে? স্বাধীনতাকে, মনুষ্যত্বকে এমন নির্মম ভাবে দুই পায়ে মাড়াইয়া চলিবে আর কতদিন? এই অত্যাচারের এই মিথ্যার বুনিয়াদে গড়া তোমাদের ঘর মনে কর কি, চিরদিন খাড়া থাকিবে? ..... দাও উত্তর দাও! বলো তোমার কি বলিবার আছে।" ১

'নবযুগ' সম্পাদনা-কালে চলছিল দেশের সর্বত্র ধর্মঘট। ইংরেজদের অত্যাচারে, বঞ্চনায় কোনঠাসা চাষি মজুর সহ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের স্বপক্ষে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানায় চলছিল ধর্মঘট ও কর্মবিরতি। এই বঞ্চিত হতভাগা মানুষদের হয়েই নজরুলের লেখনি নালিশ জানাল 'নবযুগে'র পাতায়।

"আমাদের দেশের শ্রমজীবীদের অবস্থা কসাইখানার পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাই এতদিন নির্বিচারে মৌন থাকিয়া মাথা পাতিয়া সমস্ত অত্যাচার অবিচার সহিয়া সহিয়া শেষে যখন রক্তমাংসের শরীরে তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারাও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলো । এই ব্যুরোক্রাসি বা আমলা-তন্ত্র-শাসিত দেশেও তাহারা যখন তাহাদের দুঃখ-কষ্ট- জর্জরিত ছিন্নভিন্ন অন্তরে এমন বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিলো তখন তাহার অন্তঃকরণ বা সেন্টিমেন্ট বলিয়া জিনিস আছে, তিনি বুঝতে পারিবেন ..... ..... এখন ধর্মঘটের আগুন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, কেননা ভারতীয় এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগ্যদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে..... ..... সুতরাং শ্রমজীবী দলেও সেই সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডেমোক্রেসির জাগরণও এদেশে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহ উহাকে রুখিতে পারিবে না।"২

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পহেলা আগস্ট দেশমান্য তিলক অমরধ্যমে যাত্রা করলেন। সমগ্র ভারত শোকে মুহ্যমান। নজরুল 'নবযুগে'র সম্পাদকীয়তে লিখলে্ন ---

"ওরে ভাই আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িল। এ পড়পড় ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়া আয় ভাই আমরা হিন্দু মুসলমান কাঁধ দিই! নহিলে এই ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই। আজ বড় ভাইকে হারাইয়া এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা ভাইকে, পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করি।"৩

কেবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বিদ্রোহী বানীতেই নয়, অন্তরের সত্য থেকেই বিভেদ- বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেই বিদ্রোহী নজরুল সমগ্র শক্তি নিয়োগ করলেন । নবযুগের 'ছুঁৎমার্গ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে নজরুল লিখলেন ---

"আমরা বলি কি সর্বপ্রথম আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁৎমার্গটিকে থেকে দূর কর দেখি। দেখবে তোমার সকল সাধনা একদিন সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে। তাহার ঘরে যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সেস্থান গোবর(!) দিয়া পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুক্কা খাইতেছে মুসলমান সেই আসন ছুঁইলে তখনই হুক্কার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে, মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা। হিংসা দ্বেষ জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ বপন করিতেছ তোমরা। অথচ মঞ্চে তো দাঁড়াইয়া বলিতেছ,- ভাই মুসলমান এসো ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই। কি ভীষণ প্রতারণা মিথ্যার কি বিশ্রী মোহকাল। এই দিয়া তুমি একটা অখন্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে?"৪

এইভাবে 'নবযুগ' এর অগ্রদূত নজরুল শুধু জাত পাতের বিভেদ বৈষম্যের থেকে মুক্তির এবং শ্রমজীবীদের মুক্তির অগ্রদূতই হননি ব্রিটিশ সরকারের যেকোনো অমানবিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেই হয়ে উঠেছেন যেন প্রতিবাদের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। আর তাঁর এই অগ্নিস্রাবী প্রতিবাদে নজরুলকে বিশেষ নজরে রাখে এবং 'নবযুগে'র প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। এতে 'নবযুগ' সাময়িকের জন্য আড়ালে গেলেও নজরুলের প্রতিবাদের দূরাগত প্রতিধ্বনিতে ইংরেজ কেঁপে ওঠে। কবির সেই কম্পন ধরানো প্রতিবাদ বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গে ভাস্বর হয়ে উঠল 'ধুমকেতু'।

**ধুমকেতু-র নজরুল।**

নজরুলের সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার সূচনা ‘নবযুগ’ হলেও তার সিদ্ধি ঘটে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকাতে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ই আগস্ট ধুমকেতুর আত্মপ্রকাশ। আর সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অচলায়তনকে ভেঙেচুরে নতুন যুগ চেতনায় দেশবাসীকে উদবুদ্ধ করার পবিত্র বিদ্রোহী সংকল্পে এই ‘ধূমকেতু’র ভগীরথ রূপে মূর্ত বিদ্রোহে আবির্ভূত হন নজরুল। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পৃষ্ঠার শীর্ষেই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ--

'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,

আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু

দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে

উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন,'

--আর ছিল নজরুলের অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ওরফে 'ত্রিশূলের' রাজনৈতিক পর্যালোচনা। ধুমকেতুর সেই প্রথম প্রকাশই অচিন্তিত জনপ্রিয়তা লাভ করে, ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ধুমকেতুর ২০০০ কাগজ।

প্রশ্ন জাগে, কেন ধুমকেতুর এ জনপ্রিয়তা? 'নবযুগ' সম্পাদনার সময় থেকেই নজরুলের মধ্যে কবি ও স্বাধীনতার সৈনিক এই দুই সত্তার আশ্চর্য দুর্লভ মিলন ঘটে, নজরুলের সাংবাদিক প্রতিভাও তখন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুগোচিত রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে কৃষক শ্রমজীবী মানুষকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'নবযুগ' উদ্দীপ্ত করে। যুগবাণী (১৯২২) প্রবন্ধ গ্রন্থই তার প্রমাণ। 'ধুমকেতু' সম্পাদনায় এসে নজরুল মুখ্যত মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের তৎকালীন আশা আকাঙক্ষা তুলে ধরেন। অসহযোগ আন্দোলনের জন্য যে সন্ত্রাসবাদী (বিপ্লববাদী) আন্দোলন চাপা পড়ে যাচ্ছিল, ধুমকেতুতে নজরুল তাকেই আহ্বান করেন দেশের মুক্তির উপায় রূপে। প্রাণের প্রবলতা ঘোষণায় আর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করার গুরুদায়িত্ব নেয় 'ধূমকেতু'। 'ধুমকেতুর' প্রথম সংখ্যায় নজরুল জানান-

"মাভৈ বাণীর ভরসা নিয়ে জয় প্রলয়ঙ্কর বলে ধূমকেতুকে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমার যাত্রা শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি -নমস্কার করছি আমার সত্যকে..... দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভন্ডামি, মেকি,- তা সব দূর করতে ধূমকেতু হবে আগুনের সম্মার্জনী, .....। ধুমকেতু কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্যধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।“ ৫

'ধূমকেতুর' এই মনুষ্যধর্মের সত্য জাগাতেই নজরুল দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন- “সর্বপ্রথম ধুমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।“ ৬

জাতির অন্তরের যথার্থ স্বরাজ মুক্তির আকাঙক্ষা নিয়েই নজরুল এই স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ধূমকেতুর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেন।

“স্বরাষ্ট্র টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষ শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে , বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবে না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো।“ ৭

নজরুল জানেন স্বৈরাচারী, অত্যচারী ইংরেজ শাসক প্রার্থনা, অনুনয়-বিনয় বা কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতের স্বরাজ স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে না। এই স্বাধীনতা আনতে হবে নিজের জন্মগত অধিকারে, বিপ্লববাদের বিদ্রোহে ছিনিয়ে। আর তার জন্য চাই দেশের যুবশক্তিকে উদ্দীপ্ত করা এবং তাদের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দেশের স্বাধীনতা লাভে উজ্জীবিত করে আত্মোৎস্বর্গে প্রাণিত করা। সাংবাদিক নজরুল 'ধুমকেতু'তে তো তারই দায়িত্ব নিয়ে লিখছেন--

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই যে এই ভীষন আঁধারে নিজের বুকের আগুন জ্বেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়? ..... যে বলতে পারে আমি আছি; সব মরে গেলেও আমি বেঁচে আছি। যতক্ষণ আমার প্রাণে ক্ষীণ রক্ত ধারা বয়ে যাবে ততক্ষণ আমি তা দেশের জন্য পাত করব। ওগো তরুণ, ভিক্ষা দাও, তোমাদের কাঁচা প্রাণ ভিক্ষা দাও।" ৮

ইতিহাসই বলে দেয়, নজরুলের এই আহ্বান বৃথা যায়নি। 'ধুমকেতু' পত্রিকা অফিসে যাতায়াত করা বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার দেশশ্ত্রু অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ড ভ্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করার প্রয়াসই তার প্রমাণ।

'ধুমকেতুর' মূল উদ্দেশ্য বিপ্লব বাদ প্রকাশেই নয়, বৃহত্তর জনসাধারণের কথাও তিনি ভুলে যাননি। অত্যাচারিত জনসাধারণের প্রতি তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন- "ঐ দেখো অত্যাচার তার ভীষণ মূর্তি ধরে বসেছে। ধনী তার ধন নিয়ে, বলবান তার লাঠি নিয়ে, কাজী আর পন্ডিত তার শাস্ত্র নিয়ে মানুষকে হত্যা করবার কি ভীষণ চেষ্টা করছে,..... কে আছো বীর তার টুটি ধরে মারতে পারো!" ৯ যে কোনো ধর্মীয় বৈষম্য, সামাজিক অসংগতি, কুলি-মজুর, শ্রমজীবী মানুষ, কৃষকদের প্রতি বৈষম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেই নিরপেক্ষ যুক্তিতে নির্ভীক কন্ঠে নজরুল বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়েছেন এইভাবে 'ধূমকেতু'র পাতায়। 'লাঞ্ছিত' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি নিম্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি অভিজাত শ্রেণীর ঘৃচণামূলক আচরণ ও মনোভাবের নিন্দা করেন। পরবর্তীকালেও তাঁর রচনাবলীতে বৃহত্তর জনসাধারণের কথা গৌণ হয়ে যায়নি।

'ধূমকেতু' থেকেই আমরা নজরুলের আরেকটি দূরদর্শী সত্যের সন্ধান পাই। বিভ্রান্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো যে একজন যথার্থ কান্ডারীর দরকার, নজরুল তা তাঁর সাংবাদিক দূরদর্শিতায় অনুধাবন করেন-

"এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে সেবক দেশ-সৈনিক হতে পারবে।..... রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাংলার দেবতা, ওদের পূজার জন্যে বাংলার চোখের জল চির নিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহা রুদ্র? সেই পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ, সে সেনাপতির পৌরুষ হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কন্ঠে।" ১০

-বোঝা যাচ্ছে, নেতার আভিজাত্য দেখানোর জন্য নেতা নয়, ফন্দিবাজ বা কৃত্রিম স্বদেশপ্রেমী নেতাও নয়, দেশমাতৃকার অসহায় জাতির জন্য সত্যিকারের কল্যাণে বিবেকানন্দের মত তেজোদ্দীপ্ত নেতাকেই তিনি চান।

"উঠ, ওগো আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিকদল উঠ, তোমাদের ডাক পড়েছে- রণ-দুন্দুভি রণ-ভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয় নিশান তুলে ধর। উড়িয়ে দাও উঁচু করে, তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে উঠে। পুড়িয়ে ফেলো ওই প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে। ভেঙ্গে ফেল ঐ প্রাসাদ শৃঙ্গ! বল আমি আছি । আমার সত্য আছে । বল আমরা স্বাধীন । আমরা রাজা । বিজয় পতাকা আমাদের ..... মনে প্রতিজ্ঞা করে যে, নিশান উড়াবো আমরা পতাকার রং হবে লাল তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে।" ১১

-এইভাবে আমরা দেখি, অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় ঝিমিয়ে পড়া ও নৈরশ্যপীড়িত বিপ্লবীদের উদ্‌বুদ্ধ করার জন্যে নজরুল তাঁর 'ধূমকেতু'র মাধ্যমে দুরূহ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আবার নারীদের নানা সমস্যা আলোচনা করে তাদের জাগরণের চেষ্টাও করেছে 'ধূমকেতু'তে নজরুল।

'ধুমকেতু'র গণজাগরণে অস্থির হয়ে ব্রিটিশ সরকার নজরুলের কন্ঠরোধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। 'ধুমকেতু'র 'দীপাবলী' সংখ্যার 'ম্যাঁয় ভুখা হুঁ,' প্রবন্ধ পড়ে ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে। শেষে শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' পড়ে নজরুল রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত হন।

কিন্তু নজরুল কোর্টে যে জবানবন্দী দেন, তা একজন নির্ভীক, সত্যের পূজারী বিদ্রোহীর কন্ঠেই উচ্চারিত হতে পারে, ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধ তারই প্রমাণ বহন করে।

“আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজ বিদ্রোহী ।তাই আমি রাজ কারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত্য সৃষ্টি কে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবি্র কন্ঠে ভগবান সাজা দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সেই বাণী রাজ বিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সেই বাণী ন্যায় -দ্রোহী নয় সত্য -দ্রোহী নয় ..... সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাকে কোন রক্ত –আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ং প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চিরসত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা..... আমি পরম আত্মবিশ্বাসি! তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি। অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি। কাহারো তোষামোদ করি নাই। প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পা ধরি নাই। আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই – সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে..... আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ -ক্রীয়া বিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধুমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি -মশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে।.....

আবার বলছি, আমার ভয় নাই দুঃখ নাই ।আমি ‘অমৃতস্য পুত্রঃ আমি জানি --

ওই অত্যাচারীর সত্য পীড়ন

আছে, তার আছে ক্ষয়

সেই সত্য আমার ভাগ্য-বিধাতা

যার হাতে শুধু রয় । ১২

রাজবন্দী নজরুলের এই ‘রাজ বন্দীর জবানবন্দি’ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সেটি সমকালীন একাধিক পত্র-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ব্যাপকভাবে পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল । প্রকাশের উৎস গুলি এমন--

‘ধুমকেতু’- প্রথম বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ১২ মাঘ ১৩২৯, ২৭ শে জানুয়ারি ১৯২২।

‘প্রবর্তক’- মাঘ সংখ্যা ১৩২৯।

‘উপাসনা’- ফাল্গুন সংখ্যা ১৩২৯।

‘সহচর’- ফাল্গুন সংখ্যা ১৩২৯।

'ধুমকেতু'তে নজরুলের নারী-ভাবনা বিদ্রোহিনী নারীর ঐশী শক্তিকে আমাদের মনে করায়। আর ঐশী শক্তি আনন্দময়ীর আগমনের চিন্ময়ী মা যেমন মৃন্ময়ী মাতে রূপান্তরিত হয়, তেমনি এই মৃন্ময়ী মা 'ম্যাঁয় ভুখা হুঁ'- তে দেশ মাতৃকাতে উন্নীত হয়। 'ধুমকেতু'র ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে নজরুল লিখেছেন-

''মেঁ ভুয়া হু। সে সুর - সে ক্রন্দন কাছে আরো আরো কাছে এসে যেন তার দোরের পাশ দিয়ে কেঁদে গেল অনেক দূরের পূবের পানে। সে ক্রন্দন যতই দূরে যায়, দস্যি ছেলের রক্ত ততই ছায়ানটের নৃত্যহিন্দোলায় দুলতে থাকে ভূমিকম্পের সময় দোলনের মত। ছেলে দোর খুলে সেই ভূখারিনীর কাঁদন লক্ষ্য করে করে ঝড়ের বেগে ছুটলো। মা বার কতক ডেকে দোরে লুটিয়ে পড়ল। সে অসম্ভবকে দেখবে, সে ভয়কে জয় করবে। এলোকেশে জীর্না শীর্না ক্ষুদাতুর মেয়ে কেঁদে চলেছে 'মেয় বুয়া হু'। তার এক চোখে অশ্রু আর চোখে অগ্নি। দ্বারে দ্বারে ভূখারিনী কর হানে আর বলে 'মে হুয়া হু'।" ১৩

এইভাবে জীর্না শীর্ণা ভূখারিনীর মধ্যে নজরুল দেশ মাতৃকার চিত্র অঙ্কন করেছেন, যার এক চোখে অশ্রু আর অন্য চোখে অগ্নি । আর দস্যি ছেলেটি নজরুল নিজেই।

**<u>সংবাদ প্রকাশ শৈলী -ক</u>**

সংবাদের শিরোনামা বা হেডিং রচনা ও সংবাদ সংক্ষেপ করার দক্ষতা নজরুল 'নবযুগ' সম্পাদনার সময় থেকেই দেখিয়েছিলেন । এবারে তার পরিণত রূপ ও তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠলো 'ধুমকেতু' সম্পাদনাকালে। সংবাদ পরিবেশনে ও তার হেডিং প্রণয়নে 'ধূমকেতু'তে নজরুলের টিপ্পনী ও খুরধার মন্তব্যে আর মাঝে মাঝে রঙ্গ ব্যঙ্গের ছোট ছোট কবিতা ও প্যারোডির ব্যবহারে সংবাদ গুলো হয়ে ওঠে যেমন উপভোগ্য, তেমনি প্রাণ স্পর্শী। যেমন

- দেশবন্ধু মতিলাল ঘোষ, যিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকার' অন্যতম স্থপয়িতা ও সম্পাদক, তাঁর মৃত্যু সংবাদ শিরোনামা- 'মর্ত্যের মতিলাল স্বর্গে'।

- মুম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন ব্যক্তির গভর্ণমেন্টের আযোজক গোয়েন্দা বিভাগের চর বলে ধরা পড়া সংবাদ শিরোনামা -"বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা:

  ঘর শত্রু বিভীষণ"

- মুলসী সত্যাগ্রহ যুদ্ধ নূতন করে আরম্ভ হওয়ার খবরের হেডিং- 'দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ'
- তেলেনীপাড়া ও মুলতানে মহরম্ নিযে মারামারি সংবাদের শিরোনামা-

  'মহরম নিয়ে দহরম-মহরম'

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভারতের নানা স্থানে ভ্রমনের শিরোনামা- 'বাউল কবির টহল'
- ধুমকেতু'র দ্বাদশ সংখ্যার 'দেশের খবর' অংশে (৯ই আশ্বিন ১৩২৯) দেখা যায় সার জন কার এর 'গভর্নর হওয়ার সংবাদের হেডিং—

  'গোবর-নর প্রসবিনী বঙ্গমাতা'

- 'দেশের সংবাদ' স্তম্ভে দেখা যায়, বহুদিন ওকালতি স্থগিত রাখার পর পন্ডিত মদন মোহন মালব্য মাহতাব সিংহের মামলা নিয়ে আদালতে হাজির হয়েছেন। এই সংবাদের শেষের লেখা প্যারডিটি এমন-

" দেশ দেশ পন্ডিত করি মন্ত্রিত তর ভেরী

আসিল যত উকিলবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

যতীন আগত ঐ

জয় কারাগত ঐ

মদন মোহন কই।

সেকি রহিলো চুপটি আজিকে সবজন পশ্চাতে

লউক ধুচুনি শামলা ভার সবজনার সাথে।"

'নবযুগ' থেকে আমরা দেখি নজরুল অতিমাত্রায় নির্ভীক ও মুখরোচক ভাষা প্রকাশে এক দক্ষ কারিগর যা শিরোনাম থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত সমগ্র সংবাদটি কে করে তুলতো পরম লোভনীয় ভারতের জনৈক নেতার প্রতি ইংরেজ ভক্তিতে বিরক্ত নজরুল তার সম্পর্কিত সংবাদের শিরোনাম দেন এমন--

"কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দ মধুর হাওয়া।

দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো এমন ডিনার খাওয়া।" ১৪

সংবাদপত্রের শিরোনামে এভাবে বিখ্যাত কবিতার ব্যঙ্গানুকরণে খুব সম্ভব নজরুলেরই পথিকৃত।

এইভাবে শুধু 'নবযুগ'ই নয়, 'ধুমকেতু'তে নজরুল সংবাদের মধ্যে ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারোডি আনয়ন করে সংবাদকে সরস ও তীব্র করতেন। নজরুলের নিউজ সেন্স ছিল অসাধারণ। বাংলা ভাষায় সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নজরুল 'ধুমকেতু'তে একটি সরস অথচ তীক্ষ্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন । সাংবাদিক জীবনের নিষ্ঠা , কর্তব্য জ্ঞান, নির্ভীকতা ইত্যাদি সদ্‌গুনের দুর্লভ সমাবেশ ঘটেছিল নজরুলের মধ্যে।

**<u>সংবাদ প্রকাশ শৈলী -খ</u>**

সংবাদিকতা ও সম্পাদনায় নজরুলের প্রকাশভঙ্গির বিচিত্রতা তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। 'নবযুগ'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর মূলত সাম্যবাদ প্রকাশ পেলেও বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, ' বাঙালি ব্যবসায়ী' -প্রভৃতি এমন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনাও আছে যা যুগের প্রয়োজন মিটিয়ে আজও তা সমান প্রাসঙ্গিক। 'ধুমকেতু'তে এসে নজরুল সাম্যবাদী নীতি আপেক্ষিক দৃষ্টিতে বর্জন করে হয়ে ওঠেন একক স্বাধীন সত্তায় বিপ্লববাদী। চরম বিপ্লববাদ প্রচার তাঁর উদ্দেশ্য হলেও বৃহত্তম অংশের জনসাধারণের কথা তিনি ভুলে যাননি। আসলে সমগ্র ভারতবাসীর সবৈব অত্যাচার, অসঙ্গতি ও পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্যই তো নজরুলের বিদ্রোহ আর বিপ্লববাদ প্রচার। ' লাঙ্গল'-এ এসেও নজরুল সংগ্রামী সাংবাদিক। কিন্তু এখানে আমরা তাকে পাই একেবারে প্রাকৃত জনের সমস্যা গুলো হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে সেগুলো দূরীকরণে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা, সমস্যা সমাধানে সবার সজাগ দৃষ্টি আনয়ন করা, বিপরীতে বিপ্লব বিদ্রোহে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়াতে উৎসাহিত করা। সংবাদ পরিবেশনেও নজরুলের বৈচিত্র্য সৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে । 'নবযুগ'-এ নজরুল সংবাদের শিরোনামে বিখ্যাত কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তির ব্যঙ্গানুকরণ করতেন। 'ধুমকেতু'তে দেখা যায় শিরোনাম গুলো ছোট হয়ে গেছে। ফলে সংবাদের আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম গুলো হয়ে ওঠে একই সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক, ক্ষুরধার কৌতুকময় এবং সংবাদের ভাষ্য। যেমন নিজাম সরকারের চাকরি থেকে স্যার আলী ইমামের পদত্যাগের সংবাদ দিতে গিয়ে নজরুল লিখলেন— "যখন পিরীত ছিল, তখন বেশেছ ভালো

আগে শুনেছি তেঁতুল পাতে, কুলায় না আর মান পাতে !" ১৫

নজরুল সম্পাদিত আরেকটি পত্রিকার নাম 'লাঙল'। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে লেবার স্বরাজ পার্টি গঠিত হবার পর পার্টির মুখপত্র স্বরূপ 'লাঙল' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার পরিকল্পনা হলেও পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় হিন্দু- মুসলমানের দাঙ্গা বাধলে 'লাঙ্গল'এর প্রথম সংখ্যাতেই নজরুল তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী' লিখে সাড়া ফেলে দেন। 'লাঙ্গল' এ নজরুল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে 'লাঙ্গল' এর প্রচার হ্রাস হলেও নজরুল 'লাঙ্গল'এর নাম পরিবর্তন করে 'গনবাণী' রেখে নিজে সম্পাদক পদ থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু গঙ্গাধর বিশ্বাসকে সম্পাদক করে আড়াল থেকে নিজেই 'গণবাণী' চালাতে থাকেন। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নজরুল খুবই বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হন। এই দাঙ্গার আত্মঘাতী ও বিষময় ফলের উপর তিনি এমন কয়েকটি ধারালো প্রবন্ধ রচনা করেন যা 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়। তার মধ্যে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'মন্দির ও মসজিদ'। ১৩৩৩ সালের ৯ই ভাদ্র 'গণবাণী'তে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে তিনি বলেন-

"'মারো শালা যবনদের। মারো শালা কাফেরদের। হিন্দু মুসলমানি কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইযা গেল। আল্লার আর মা কালীর প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম তখন আর তাহারা আল্লাহ মিঞা বা কালী ঠাকুরের বাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকে এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে-- বাবা গো, মা গো। মাতৃ পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে ।" ১৬

"কান্ডারী হুঁশিয়ার কবিতাতেও নজরুল এই কথাটি বলেছেন-

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।" ১৭

-এইভাবে স্বদেশের মানুষের অজ্ঞতাপ্রসূত সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে বিদ্বিষ্ট অপশক্তির বিরুদ্ধে নজরুল সোচ্চার হয়ে জাতির আত্মচৈতন্য ঘটাতে চেয়েছেন, -যথার্থ স্বদেশ প্রেম জাগাতে চেয়েছেন।

'নবযুগ' আর 'ধূমকেতু'র মতো 'লাঙ্গলে'ও নজরুল সংগ্রামী সাংবাদিক। 'লাঙ্গল'-এর বিশেষ সংখ্যায় নজরুল 'লাঙ্গল' পত্রিকার নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন, তাতে আমরা নজরুলকে দেখি একেবারে প্রাকৃত মনের অধিবক্তা রূপে, আবার প্রবন্ধটির শেষ দিকে দেখি 'লাঙ্গল' এর কার্যকরী প্রভাবে কিভাবে যে সমাজ পরিবর্তিত হবে তার আশীর্বাদক রূপে -" ব্রাহ্মণ পাদরির রাজত্ব গিয়াছে। গুরু- পুরোহিত, খলিফা , পোপ নির্বংশ প্রায়। ক্ষাত্র সম্রাট ও সাম্রাজ্য সব ধ্বসে পড়েছে। রাজা আছেন নামে মাত্র। আমেরিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এখন বৈশ্যের রাজত্ব। এবার শূদ্রের পালা। এবার সমাজের প্রয়োজনে শূদ্র নয়, শূদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ- অব্রাহ্মণ সমস্যা, সব লাঙলের ফালের মুখে লোপ পাবে। তাই আমরা লাঙ্গলের জয়গান আরম্ভ করলাম। 'লাঙ্গল' 'নবযুগে'র নব -দেবতা । জয় লাঙলের জয়- জয় লাঙলের দেবতার জয়।" ১৮

নজরুলের সাংবাদিকতার শেষপর্বে আমরা তাঁকে দেখি দ্বিতীয় পর্যায়ের 'নবযুগে'র সম্পাদক রূপে। সময়টা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস। প্রায় এক বছর তিনি তখন 'নবযুগে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায় নজরুল কিছুকাল যাবত দৈনিক 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন । আবার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মৌলানা মোঃ আকরাম খাঁর অনুরোধে নজরুল দৈনিক 'সেবক' পত্রিকার সাথেও জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু এই পত্রিকাদ্বয়ের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্ট জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না ।

সবশেষে আবার 'নবযুগে' ও 'ধুমকেতু'তে ফিরে আসা যাক। 'নবযুগে' মুজাফ্ফর আহ্মেদ নজরুলের সংগে যুগ্ম সম্পাদক থাকলেও 'নবযুগে'র সারথি কিন্তু নজরুল। মোজাফ্ফর আহ্মদ নিজের স্মৃতিকথাতেই উল্লেখ করেন- "এ কথা মানতেই হবে যে, নজরুলের জোরালো লেখার গুনেই 'নবযুগ' জনপ্রিয় হয়েছিল।" ১৯

আর ‘ধুমকেতু’র ভগীরথ নজরুল স্বয়ং। ‘নবযুগে’-এ সাংবাদিকতা ও সম্পাদনায় নজরুলের যে বাধা ও দ্বিধা কাজ করেছিল, ‘ধুমকেতু’তে এসে তিনি স্বয়ং স্বাধীন সত্তার প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন । তাই আমরা দেখি সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা নজরুলের সর্বাধিক সিদ্ধি ‘ধূমকেতু’তেই ঘটে । ‘ধুমকেতু’ এর মধ্য দিয়ে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা প্রকাশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিনের পর দিন তিনি যেমন সমাজের জড়তা ও অন্ধত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে প্রবলভাবে আঘাত হেনেছেন, তেমনি বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণ- বিপ্লবের উদ্বোধনার্থে অগ্নিগর্ভ বাণী প্রচার করেছেন। তবে এক কথায় স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই যে, সম্পাদকের প্রবন্ধ হিসেবে ‘ধূমকেতু’র প্রবন্ধগুলি অতিমাত্রায় কাব্য গুণান্বিত। এগুলোতে আবেগ- উচ্ছ্বাস যতটা সেই পরিমাণে যুক্তি- তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ নেই। তবে দেশের যৌবন রক্তে ঐসব দুঃসাহসিক ও নির্ভীক প্রবন্ধ যে আবেগ উদ্দীপনার অগ্নিসঞ্চার করেছিল তা অবশ্যই স্বীকার্য। সাংবাদিক ও সম্পাদক নজরুলের কবিসুলভ আবেগ উচ্ছ্বাস ও ভাব প্রবণতা, তাঁর সাংবাদিক সুলভ বিচার বিশ্লেষণ শক্তিকে কোন কোন ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করে ফেললেও অবশ্য এতে তার রচনার মূল্য নিঃশেষিত হয় না । তিনি প্রবন্ধ গুলির মধ্য দিয়ে বিপ্লববাদের বহ্নি দেশের যৌবনের রক্তে জ্বেলে দিতে চেয়েছিলেন । জাজ্বল্যমান সমস্যাকে তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে তার সমাধানের দিশায় জাতিকে সচেতন, সজাগ করতে চেয়েছিলেন। আর এখানেই তিনি সার্থক,-- কি সাংবাদিক কি সম্পাদক হিসেবে।

ডক্টর কমল আচার্য

অধ্যাপক বাংলা বিভাগ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয়

সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

**<u>তথ্য-উৎস ও গ্রন্থপঞ্জি</u>**

১। ‘নবযুগ’ পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের সম্পাদকীয় বক্তব্য- ‘মহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে ?’ – ‘কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা’- মোজাফফ্‌র আহ্‌মদ্‌, পৃষ্ঠা ৩৪ – ৩৫।

২। ‘নবযুগে’-এ প্রকাশিত নজরুলের প্রবন্ধ, ‘কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা’- মোজাফফ্‌র আহ্‌মদ্‌ পৃষ্ঠা ৩৬ – ৩৭।

৩। ‘নবযুগ’ পত্রিকার প্রকাশিত নজরুলের সম্পাদকীয় বক্তবঈয়। ‘নজরুল রচনা সম্ভার’ আব্দুল আজিজ আল্‌ আমান্‌- তৃতীয় খন্ড, হরফ্‌ প্রকাশনা -১৯৮১, পৃষ্ঠা ২৮৭।

৪। ‘নবযুগ’-এ নজরুলের ‘ছুৎমার্গ’ শীর্ষক সম্পাদকীয় বক্তব্য। ‘নজরুল রচনা সম্ভার’ আব্দুল আজিজ আল্‌ আমান্‌- তৃতীয় খন্ড, হরফ্‌ প্রকাশনা -১৯৮১, পৃষ্ঠা ২৯৩।

৫। ১১ই আগস্ট ১৯২২, ‘ধূমকেতু’- পত্রিকার প্রথম প্রকাশ - প্রথম সংখ্যা নজরুল সম্পাদকের বক্তব্য। ‘ধুমকেতু’ পত্রিকার ম্যানেজার শান্তিপদ সিংহ মহাশয়ের লেখা ‘নজরুল কথা’ পৃষ্ঠা ১৬ ।

.৬। ১৩ই অক্টোবর ১৯২২, ‘ধূমকেতু’ ত্রয়োদশ সংখ্যা । ‘নজরুল জীবনী’ অরুণ কুমার বসু। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ ২০০০খ্রিষ্টাব্দ ।

৭। ১৩ই অক্টোবর ১৯২২, ‘ধূমকেতু’ ত্রয়োদশ সংখ্যা । কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সৃষ্টি -- রফিকুল ইসলাম, ২য় সংস্করণ -১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৭৪ ।

৮। ‘ধুমকেতু’র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ । ‘নজরুল বর্ণালী’- আতোয়ার রহমান, নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশনা ঢাকা- ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১০২ ।

৯। ‘ধুমকেতু’র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ । ‘ নজরুল বর্ণালী’ আতোয়ার রহমান, নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশনা ঢাকা- ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১০৩ ।

১০। ‘ধুমকেতু’র অষ্টাদশ সংখ্যায় ‘আমি সৈনিক’ শীর্ষক নজরুলের সম্পাদকীয় বক্তব্য । “কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সৃষ্টি” ২য় সংস্করণ ১৯৯৭, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি কলকাতা থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা - ৮৩ ।

১১। ১৭ই কার্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ‘ধুমকেতু’ -র ১৯ তম সংখ্যায় ‘নিশান বরদান’ শীর্ষক নজরুলের সম্পাদকীয় বক্তব্য । “কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সৃষ্টি” দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭ কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি কলকাতা থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা -৮৩ ।

১২। ‘নবযুগে’র পাতায় ভারতীয় এক নেতার উৎকণ্ঠ ইংরেজ ভিত্তিতে ক্ষুব্ধ নজরুলের ঐ নেতা সম্পর্কিত সাংবাদিক শিরোনাম অংশ। আতোয়ার রহমান, নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশনা ঢাকা- ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৯৯ ।

১৩। ‘ধুমকেতু’র ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত নজরুলের সম্পাদকীয় ‘ম্যাঁয় ভুখা হুঁ’ শীর্ষক লেখার অংশ । “কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সৃষ্টি” ২য় সংস্করণ ১৯৯৭, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি কলকাতা থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা -৭৮ ।

১৪। প্রেসিডেন্সি জেল- আদালতে নজরুলের বক্তব্য, ৭ই জানুয়ারি- ১৯২৩, রবিবার দুপুর , উৎস “কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র”- ১ম খন্ড পশ্চিমবাংলা আকাদেমি প্রকাশিত- ২য় সংস্করণ ২০০৫ ।

১৫। ‘ধুমকেতু’-র পাতায় সংবাদ- উপসংহারে স্বরচিত ব্যঙ্গ কবিতার প্রয়োগ অংশ । ‘নজরুল বর্ণালী’ - আতোয়ার রহমান, নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশনা ঢাকা- ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১০৩ ।

১৬। ‘লাঙল’ -এর পরিবর্তিত নাম ‘গণবাণী’ । এই ‘গণবানী’-র পাতায় ‘মন্দিরও মসজিদ’- প্রবন্ধের অংশ ।

১৭। “কান্ডারী হুশিয়ার”ঃ সঞ্চিতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা ।

১৮। ‘লাঙ্‌ল’ পত্রিকার প্রথম খন্ড, বিশেষ সংখ্যায় নজরুল ‘লাঙ্‌ল’ পত্রিকার পরিচয় ও তার উদ্দেশ্য বিষয়ক যে প্রবন্ধ লেখেন তার উপসংহার অংশ। । ‘নজরুল বর্ণালী’- আতোয়ার রহমান, নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশনা ঢাকা- ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১০৪ ।

১৯। কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথাঃ মুজাফফ্‌র আহ্‌মদ ।